সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

غزوات الرسول ﷺ
—এর অনুবাদ

রাসূলের ﷺ যুদ্ধজীবন

পাঠ, পর্যালোচনা ও শিক্ষা

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

অনুবাদ
মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

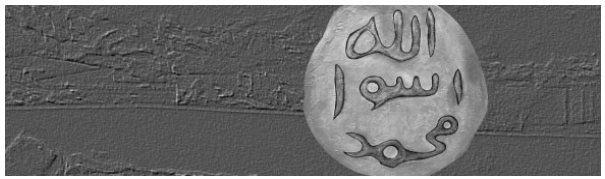

সীরাত রাসূলের ﷺ যুদ্ধজীবন
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
www.islamibooks.com
furqandhaka@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৩ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : সফর ১৪৪৫ / সেপ্টেম্বর ২০২৩
সম্পাদনা : মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : মুশতাক আহমদ
ISBN : 978-984-96830-3-2
মূল্য : ৳ ৮০০ (আট শত টাকা) USD 20.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার, যিনি মানুষকে সকল সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। শান্তির বারিধারা বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, যার সীমাহীন ত্যাগ আর প্রচেষ্টার বিনিময়ে আঁধারে নিমজ্জিত জাতি খুঁজে পেয়েছে আলোর দিশা।

ড. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবী বর্তমান বিশ্বের একজন বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ সীরাত লেখক। তিনি ১৯৬৩ সালে লিবিয়ার বেনগাযি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উসুল আদ-দ্বীন ও দাওয়া বিভাগে স্নাতক এবং তাফসীর ও উলুমুল কুরআন বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৯৯ সালে উম্মে দুরমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে ইতোমধ্যে ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী রচিত খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনীসহ তেরো খণ্ডে মোট সাতজন সাহাবীর জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। তারই আরেকটি অনবদ্য কীর্তি *রাসূলের ﷺ যুদ্ধজীবন*। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন বর্তমান প্রজন্মের প্রতিশ্রুতিশীল ও প্রসিদ্ধ অনুবাদক মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ। ইতোমধ্যে *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে তার কয়েকটি অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে *রাসূলের ﷺ সাহচর্যে আলোকিত সাহাবীদের জীবনী* (দ্বিতীয় খণ্ড) এবং *জীবন ও কর্ম : উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.* অন্যতম। উল্লেখ্য, কিতাবের মূল লেখক ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী থেকে তার রচিত সবগুলো গ্রন্থ *মাকতাবাতুল ফুরকান* অনুবাদ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে লিখিত অনুমতি লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে এর পরিপূর্ণ বদলা দান করুন। আমীন।

বাংলা সাহিত্যে রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম জীবনী নিয়ে অনেক গ্রন্থই সংযোজিত হয়েছে। মূলত এটি শেষ হওয়ার নয়। কারণ, তাঁকে আমাদের যে পরিমাণ প্রয়োজন, এ রকম অন্য কাউকে আমাদের প্রয়োজন নেই। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের বর্ণনাধারা অব্যাহত থাকার পাশাপাশি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপ্তিময়

জীবনও একই সাথে উচ্চারিত হতে থাকবে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এ ধারারই একটি নতুন সংযোজন। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সংঘটিত সবগুলো যুদ্ধ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এক মলাটে এসব যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ ও শিক্ষামূলক আলোচনা পাঠককে দ্বীনী চেতনায় যেমন উজ্জীবিত করবে, তেমনই জীবনের ঘাত-সংঘাত ও বিরূপ পরিবেশে দ্বীন রক্ষায়ও সচেতন করে তুলবে। গ্রন্থটি এক কথায় অসাধারণ।

অনেকেই এই কিতাবটি প্রকাশে প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থটিকে কবুল করেন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করেন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান

২৭ সফর ১৪৪৫ / ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৫
প্রারম্ভিকা ২০

প্রথম অধ্যায় : মহান বদর যুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ৫১
এক। বদরের যাত্রাপথে কিছু ঘটনা ৫২
দুই। বদরে মুসলিমদের মুখোমুখি হওয়ার সংকল্প ৫৩
তিন। সাহাবীদের সাথে রাসূলের পরামর্শ ৫৫
চার। যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হওয়া এবং শত্রু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা ৫৮
পাঁচ। বদরে হুবাব ইবনে মুনযির রা.-এর পরামর্শ ৬১
ছয়। মুশরিকদের মক্কা থেকে বের হওয়ার কুরআনী বর্ণনা ৬২
সাত। বদরে মুশরিকদের অবস্থান ৬৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রণাঙ্গনে মুসলিম বাহিনী ৬৮
এক। সেনাপতির ছাউনি তৈরি করা ৬৮
দুই। যুদ্ধের আগে মুসলিমদের ওপর আল্লাহর নেয়ামত ৬৯
তিন। রণাঙ্গনে রাসূল সা.-এর পরিকল্পনা ৭১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ ও মুশরিকদের পরাজয় ৮৩
এক। ফেরেশতা দ্বারা মুসলিমদের সাহায্য করা ৮৩
দুই। মুসলিমদের বিজয় ও নিহত কাফেরদের সাথে রাসূলের কথোপকথন ৮৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ৯১
এক। জালেমদের বধ্যভূমি ৯১
দুই। কিছু বীরত্বের দৃশ্য ৯৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও বন্দিদের ব্যাপারে মতানৈক্য ১০১
এক। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে মতানৈক্য ১০১
দুই। বন্দিদের ব্যাপারে মতানৈক্য ১০৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধের ফলাফল এবং রাসূলকে হত্যার অপচেষ্টা ১২৩
এক। বদর যুদ্ধের ফলাফল ১২৩
দুই। রাসূলকে হত্যাচেষ্টা ও কুরাইশ দুরাত্মা উমাইরের ইসলামগ্রহণ ১২৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধের শিক্ষা ১৩২
এক। আল্লাহর সাহায্যের বাস্তবতা ১৩২
দুই। ইয়াওমুল ফুরকান ১৩৪
তিন। বন্ধুত্ব ও শত্রুতা ঈমানের মূল উপলব্ধির অংশ ১৩৮
চার। বদর যুদ্ধ-সংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনাবলি ১৪০
পাঁচ। মুশরিকের সাহায্য নেওয়ার বিধান ১৪৫
ছয়। হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা. ও উসাইদ ইবনে হুদাইর রা. ১৪৬
সাত। বদর যুদ্ধে মিডিয়াযুদ্ধ ১৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : বনু কাইনুকার যুদ্ধ ১৪৯

এক। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণসমূহ ১৫০
দুই। অবরোধ ১৫১
তিন। বনু কাইনুকার ইহুদীদের পরিণতি ১৫২
চার। উবাদা ইবনে সামিতের দায়মুক্তি ১৫৪

তৃতীয় অধ্যায় : উহুদ যুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধপূর্ব কিছু ঘটনা ১৫৬
এক। যুদ্ধের কারণসমূহ ১৫৬
দুই। কুরাইশের মক্কা থেকে বের হওয়া ১৫৯
তিন। রাসূলের গোয়েন্দারা শত্রুর গতিবিধি অনুসরণ করছে ১৬০
চার। সাহাবীদের সাথে পরামর্শ ১৬৩
পাঁচ। উহুদের পথে মুসলিম বাহিনী ১৬৭
ছয়। কাফেরদের মোকাবিলায় রাসূল সা.-এর পরিকল্পনা ১৭৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের ময়দানে ১৭৭
এক। যুদ্ধের সূচনা এবং মুসলিমদের বিজয়ের নিশানা ১৭৭
দুই। তিরন্দাজদের অবাধ্যতা ১৮০

তিন। ছত্রভঙ্গ বাহিনী ফিরিয়ে আনতে
রাসূল সা.-এর পরিকল্পনা ১৮৫
চার। উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ ১৮৮
পাঁচ। নবুওয়াতের প্রমাণ ২০৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনাসমূহ ২১২
এক। রাসূল ও সাহাবীদের সাথে আবু
সুফিয়ানের কথোপকথন ২১২
দুই। রাসূল সা. শহীদদের খবর নিলেন ২১৫
তিন। উহুদের দিন রাসূল সা.-এর দুআ ২১৬
চার। শত্রুর গতিপথ নিশ্চিত হওয়া ২১৮
পাঁচ। হামরাউল আসাদ যুদ্ধ ২২০
ছয়। উহুদ যুদ্ধে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ ২২৬
সাত। নারী সাহাবীদের ধৈর্য ও উম্মাহর শিক্ষা ২৩০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উহুদ যুদ্ধের শিক্ষা ২৩৩
এক। মুমিনদের আল্লাহর নীতি স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং
উচ্চ ঈমানের প্রতি আহ্বান ২৩৪
দুই। মুমিনদের সান্ত্বনা এবং উহুদ যুদ্ধে আল্লাহর প্রজ্ঞা ২৩৫
তিন। ভুল-ত্রুটি সমাধান করার উপায় ২৩৬
চার। পূর্ববর্তী মুজাহিদদের উদাহরণ প্রদান ২৩৭
পাঁচ। সেনাপতির নির্দেশের বিরোধিতা সৈন্যদের
পরাজয়ের কারণ ২৩৮
ছয়। আখেরাতের চেয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য
দেওয়ার ভয়াবহতা ২৪০
সাত। দ্বীনের সাথে জুড়ে থাকা ২৪২
আট। তিরন্দাজ ও মুনাফিকদের সাথে
রাসূল সা.-এর আচরণ ২৪৬
নয়। উহুদ পাহাড় আমাদের ভালোবাসে,
আমরাও তাকে ভালোবাসি ২৪৯
দশ। উহুদ যুদ্ধে ফেরেশতাদের আগমন ২৫০
এগারো। সূরা আলে ইমরান ও আনফালের
আলোকে জয়-পরাজয় নীতি ২৫১
বারো। শহীদদের মর্যাদা ও পুরস্কার ২৫৩
তেরো। মুশরিকদের বিরুদ্ধে মিডিয়া-যুদ্ধ ২৫৫

চতুর্থ অধ্যায় : বনু নজিরের যুদ্ধ

এক। যুদ্ধের ইতিহাস ও কারণসমূহ ২৫৭
দুই। বনু নজিরকে অবরোধ ও দেশ ত্যাগের সতর্কতা ২৬১
তিন। বনু নজির যুদ্ধের শিক্ষা ২৬৪

পঞ্চম অধ্যায় : যাতুর রিকা যুদ্ধ

এক। তারিখ, নেপথ্য ও নামকরণের কারণ ২৭৯
দুই। সালাতুল খাউফ ও সীমান্ত পাহারা ২৮১
তিন। রাসূলের বীরত্ব ও জাবির ইবনে
আবদুল্লাহর সাথে মুয়ামালা ২৮৪

ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রতিজ্ঞাত বদর যুদ্ধ ও দাউমাতুল জানদাল যুদ্ধ

এক। প্রতিজ্ঞাত বদর যুদ্ধ ২৮৭
দুই। দাউমাতুল জানদাল যুদ্ধ ২৮৯

সপ্তম অধ্যায় : বনু মুসতালিক যুদ্ধ

এক। বনু মুসতালিকের পরিচয়, যুদ্ধের সময় ও কারণ ২৯৪
দুই। জুওয়াইরিয়া রা.-এর সাথে রাসূল সা.-এর বিবাহ ২৯৬
তিন। মুনাফিকদের পক্ষ থেকে মুহাজির ও
আনসারদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস ২৯৮
চার। বনু মুসতালিক যুদ্ধের পর ইসলামী সমাজের প্রতি
কুরআনে কারিমের নির্দেশনা ৩০৬
পাঁচ। ইফকের ঘটনায় রাসূল সা.-এর সম্মানে
আঘাত হানার অপচেষ্টা ৩০৮
ছয়। ইফকের আয়াত থেকে প্রাপ্ত বিধিবিধান ও শিষ্টাচার ৩১৬
সাত। ইফকের ঘটনা ও বনু মুসতালিক
যুদ্ধের বিধিবিধান ও শিক্ষা ৩২১

অষ্টম অধ্যায় : আহযাব যুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের তারিখ, কারণ ও ঘটনাবলি ৩২৫
এক। যুদ্ধের তারিখ ও কারণ ৩২৫
দুই। মুসলিমদের আহযাব বাহিনী পর্যবেক্ষণ ৩২৮
তিন। অভ্যন্তরীণ ফ্রন্টের প্রতি মনোযোগ ৩৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুসলিমদের তীব্র দুর্দশা **৩৩৫**
এক। বনু কুরাইজার ইহুদীদের চুক্তিভঙ্গ ও পেছন দিক থেকে মুসলিমদের আক্রমণ করার অপচেষ্টা ৩৩৫
দুই। মুসলিমদের ওপর কঠোর অবরোধ, মুনাফিকদের কেটে পড়া এবং গুজব ছড়ানো ৩৩৬
তিন। অবরোধ শিথিল করার প্রয়াস ৩৪০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল্লাহর সাহায্য আগমন এবং গাযওয়াতুল আহযাবের কুরআনী বর্ণনা **৩৪৬**
এক। রাসূল সা.-এর বর্ণিত দুআ এবং সাহায্য অবতরণ ৩৪৬
দুই। আহযাব বাহিনীর প্রস্থান তদন্ত ৩৪৮
তিন। আহযাব যুদ্ধের কুরআনী বর্ণনা ৩৫১
চার। বনু কুরাইযা থেকে অব্যাহতি ৩৫৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : খন্দক যুদ্ধের শিক্ষা **৩৫৬**
এক। রাসূল সা.-এর অলৌকিকতা ৩৫৬
দুই। কল্পনা বনাম বাস্তবতা ৩৫৮
তিন। সালমান আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ৩৫৯
চার। মধ্যবর্তী নামায ৩৬০
পাঁচ। হালাল বনাম হারাম ৩৬০
ছয়। রাসূল সা.-এর ফুফু সাফিয়্যা রা.-এর বীরত্ব ৩৬১
সাত। হাসসান রা. ভীরু ছিলেন না ৩৬১
আট। প্রথম মুসলিম সামরিক হাসপাতাল ৩৬২
নয়। মুসলিম গুনাহ করে, তবে দ্রুত তাওবা করে নেয় ৩৬৩
দশ। সাদ ইবনে মুআয রা.-এর শ্রেষ্ঠত্ব ৩৬৬
এগারো। হুয়াই ইবনে আখতাব ও কাব ইবনে আসাদের হত্যাকাণ্ড ৩৭০
বারো। সাবিত ইবনে কায়েস ও সালমা বিনতে কায়েসের সুপারিশ ৩৭৩
তেরো। মতানৈক্যের নীতি-শিষ্টাচার ৩৭৪
চৌদ্দ। বনু কুরাইযার গনীমত বণ্টন ৩৭৬
পনেরো। আহযাব যুদ্ধে কাব্যযুদ্ধ ৩৭৮

নবম অধ্যায় : খাইবার যুদ্ধ

এক। তারিখ ও নেপথ্য ৩৭৯
দুই। মুসলিম বাহিনীর খাইবারের উদ্দেশে যাত্রা ৩৮০

তিন। খাইবারের দুর্গগুলোর পতন ৩৮৩
চার। শহীদ বেদুইন, কৃষ্ণ গোলাম ও জাহান্নামী বীর ৩৮৬
পাঁচ। হাবশা থেকে জাফর ইবনে আবি তালিব রা.-এর আগমন ৩৮৮
ছয়। গনীমত বণ্টন ৩৯০
সাত। রাসূল সা. ও সাফিয়্যা রা.-এর বিয়ে ৩৯৩
আট। ইহুদীদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা; বিষমিশ্রিত ছাগল ৩৯৭
নয়। হাজ্জাজ ইবনে আলাতের সম্পদ ৩৯৯
দশ। কিছু ফিকহী মাসআলা ৪০২

দশম অধ্যায় : মুতা যুদ্ধ

এক। তারিখ ও কারণ ৪০৬
দুই। মুসলিম বাহিনীর বিদায় ৪০৯
তিন। মাআন পৌঁছা এবং তিন সেনাপতির শাহাদাত ৪১০
চার। নতুন সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. ৪১২
পাঁচ। রাসূল সা.-এর মুজিযা ৪১৪
ছয়। যুদ্ধের শিক্ষণীয় বিষয় ৪১৫

একাদশ অধ্যায় : মক্কা বিজয়

প্রথম পরিচ্ছেদ : নেপথ্য, প্রস্তুতি ও যাত্রা **৪২৪**
এক। যুদ্ধের কারণ ৪২৪
দুই। যাত্রার প্রস্তুতি ৪২৮
তিন। যাত্রা শুরু ও পথের কিছু ঘটনা ৪৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মক্কায় প্রবেশ ও বিজয়ের পরিকল্পনা **৪৪০**
এক। সেনাপতিদের দায়িত্ব বণ্টন ৪৪০
দুই। বিনীত নম্র প্রবেশ—অহংকারী বিজয়ীবেশে নয় ৪৪৪
তিন। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ৪৪৮
চার। বনু জুযাইমায় খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে পাঠালেন ৪৫২
পাঁচ। প্রতিমাঘর ভাঙা ৪৫৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের শিক্ষা, পাঠ ও পর্যালোচনা **৪৫৮**
এক। কিছু দাওয়াতী ঘটনা ৪৫৮
দুই। তুমি কি আল্লাহর বিধান নিয়ে আমার সাথে কথা বলবে? ৪৬৬

তিন। তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছি—হে উম্মে হানি ৪৬৭
চার। চোখের অপব্যবহার কোনো নবীর জন্য শোভনীয় নয় ৪৬৭
পাঁচ। তোমাদের মাঝেই বেঁচে থাকব, তোমাদের মাঝেই মৃত্যুবরণ করব ৪৬৮
ছয়। কুরাইশ কবি আবদুল্লাহ ইবনে যাবআরির ইসলামগ্রহণ ৪৬৯
সাত। যুদ্ধ থেকে আহৃত কিছু শরয়ী বিধিবিধান ৪৭০
আট। মক্কা বিজয়ের ফলাফল ৪৭২

দ্বাদশ অধ্যায় : হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ : নেপথ্য কারণ ও যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা ৪৭৪
এক। হুনাইন যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা ৪৭৪
দুই। পলায়নরতদের আওতাস ও তায়েফে বিতাড়ন ৪৭৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মানবমনের সাথে আচরণ নীতি ৪৮৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পাঠ ও পর্যালোচনা
এক। হুনাইন যুদ্ধে অবতীর্ণ আয়াতগুলোর তাফসীর ৪৯৬
দুই। হুনাইন যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের নেপথ্য ৪৯৭
তিন। হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত বিধিবিধান ৪৯৯
চার। কতক সাহাবীদের বিশেষ ঘটনা ৫০৪
পাঁচ। কবি কাব ইবনে যুহাইরের ইসলামগ্রহণ এবং পুরো জাযিরার ওপর মিডিয়ার আধিপত্য ৫০৬
ছয়। হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধের কিছু ফলাফল ৫০৮

ত্রয়োদশ অধ্যায় : তাবুক যুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের তারিখ, নাম ও কারণ ৫১০
এক। তারিখ ও নাম ৫১০
দুই। যুদ্ধের কারণ ৫১২
তিন। যুদ্ধের ব্যয়ভার ও মুমিনদের জিহাদস্পৃহা ৫১৩
চার। তাবুক যুদ্ধে মুনাফিকদের অবস্থান ৫১৮
পাঁচ। রণভেরী ও বাহিনীর প্রস্তুতি ৫২৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পথের কিছু ঘটনা ৫২৮
এক। আবু যর গিফারী রা.-এর ঘটনা ৫২৮
দুই। আবু খাইসামার ঘটনা ৫৩০
তিন। তাবুকে পৌঁছা ৫৩২
চার। সামুদের এলাকা অতিক্রম করার সময় রাসূল সা.-এর অসিয়ত ৫৩৪
পাঁচ। সাহাবী আবদুল্লাহ জিল বিজাদাইন রা.-এর ইন্তেকাল ৫৩৬
ছয়। এই যুদ্ধে প্রকাশিত কিছু মুজিযা ৫৩৭
সাত। যুদ্ধের মাঝখানে মুনাফিকদের ব্যাপারে কুরআনের আলোচনা ৫৪১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন, যুদ্ধে অনুপস্থিত ও মসজিদে দিরারের আলোচনা ৫৪৪
এক। যাদের শরয়ী ওজর আছে এবং আল্লাহ তাদের ওজর গ্রহণ করেছেন ৫৪৪
দুই। যাদের কোনো শরয়ী ওজর ছিল না, তবে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন ৫৪৫
তিন। মদীনার পার্শ্ববর্তী বেদুইন মুনাফিকের দল ৫৪৭
চার। মদীনার মুনাফিকসমগ্র ৫৪৭
পাঁচ। মসজিদে দিরার ৫৪৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিত তিনজনের ঘটনা ৫৫৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : পাঠ ও পর্যালোচনা ৫৭০
এক। তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনী বর্ণনার কিছু নমুনা ৫৭০
দুই। তাবুক যুদ্ধে পরামর্শনীতি ৫৭২
তিন। কঠোর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ৫৭৩
চার। যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফলাফল ৫৭৪

ভূমিকা

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তার প্রশংসা করি। তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করছি। তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষতি ও মন্দ কর্ম থেকে তার আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কোনো মা'বুদ নেই। তার কোনো শরীক নেই। আমি আরও স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা এবং রাসূল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যথার্থভাবে। পরিপূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১০২)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে। এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল নারী ও পুরুষ। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাকো। আত্মীয়দের (অধিকার রক্ষার) প্রতি সতর্ক থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (সূরা নিসা, ৪ : ১)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য কথা বলো। তিনি তোমাদের কর্ম সংশোধন করে দেবেন এবং ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের যাবতীয় পাপ। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১)

নববী জীবনচরিত পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে অর্জিত হয় অনেকগুলো উপকারিতা। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব; আমল-কর্ম, কথাবার্তা ও অনুমোদন সম্পর্কে জেনে তার অনুসরণ করা যায়। মুসলিম ব্যক্তি এর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা অর্জন করে, প্রবৃদ্ধি ঘটায় এবং একে নিজের জন্য আশীর্বাদ জ্ঞান করে। পাশাপাশি রাসূলের সাহচর্যে থেকে এক কাতারে জিহাদে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামের জীবনী সম্পর্কেও অবগতি লাভ করা যায়। ফলে এই পাঠ মুসলিম ব্যক্তির অন্তরে সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা সৃষ্টি করে, তাদের পথ-পন্থা অনুসরণ ও অনুকরণ করার প্রতি উৎসাহ দান করে।

তদ্রূপ নববী জীবনচরিত মুসলিম ব্যক্তির সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণাঙ্গ জীবনের বিস্তারিত ও বিশদ বিবরণ তুলে ধরে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। রাসূলের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, দাওয়াত, জিহাদ, ধৈর্য ও শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করার বর্ণনা পেশ করে। স্পষ্টভাবে তাকে জানিয়ে দেয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন যুগপৎ একজন স্বামী, বাবা, সেনাপতি, যোদ্ধা, বিচারপতি, রাজনীতিবিদ, মুরব্বি, দাঈ ও দুনিয়াবিমুখ মনীষী। তাই প্রতিটি মুসলিম তাঁর মাঝে নিজের আদর্শ খুঁজে পায়।[১]

মুসলিম উম্মাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমরজীবন থেকে উন্নত শিষ্টাচার, প্রশংসনীয় চরিত্র, নিরাপদ বিশ্বাস, সঠিক ইবাদত, উচ্চ নৈতিকতা, পবিত্র মনন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অনুরাগ এবং শাহাদাতের মর্যাদা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার শিক্ষা লাভ করতে পারে। এ জন্য আলী ইবনে হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমাদের যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দেওয়া হতো, রাসূলের যুদ্ধজীবনের শিক্ষাও ঠিক সেভাবেই দেওয়া হতো।'

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*রাসূলের ﷺ যুদ্ধজীবন*—মূলত *রাসূলের ﷺ জীবনী* গ্রন্থেরই একটি অংশ। বিষয়ের গুরুত্বের দিকে খেয়াল করে এর উপকারিতা ব্যাপক করার লক্ষ্যেই আলাদা করে ছাপানোর প্রয়াস। এতে আমি প্রতিরক্ষানীতি এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে বদর যুদ্ধ থেকে শুরু করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব যুদ্ধের বর্ণনা করা হয়েছে।

---

[১] ড. মুহাম্মদ আবু ফারিস কৃত *আস সীরাতুন নববিয়্যা দিরাসা ওয়া তাহলীল* : ৫০।